তারিখ
পৃষ্ঠা ৯ কলাম

আবৃত্তি কর্মীরা বসছেন এখানে সেখানে

টিএসসি থেকে আবৃত্তি উৎখাত

সম্প্রতি টিএসসি থেকে উৎখাত করা হয়েছে আবৃত্তি সংগঠনগুলোকে। নিঃশব্দে স্থবিরতা নেমে এসেছে আবৃত্তি অঙ্গনে। নেমে এসেছে সংশ্লিষ্ট আবৃত্তি কর্মীদের মাঝে এক ধরনের হতাশা। অন্যদিকে টিএসসি কর্তৃপক্ষ সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রণয়ন করেছে নীতিমালা। নীতিমালা পরিণত হয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রকের হাতিয়ার হিসেবে। আবৃত্তি সংগঠনগুলোকে এই নীতিমালা মেনে নিয়েই টিএসসিতে আবৃত্তি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক গঠিত কমিটি এ বছরের প্রথমদিকে নীতিমালা প্রণয়ন করে। কিন্তু এ নীতিমালার বিপক্ষে সব আবৃত্তি সংগঠন প্রথম থেকেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আসছে। নীতিমালা প্রণয়নের আগে সংগঠনগুলোকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বসে আবৃত্তি করতে হয়েছে প্রায় মাস তিনেক। এই সময়ে টিএসসি কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটি বারবার অবগত করা হয়। দলগুলোর মতে, শেষ পর্যন্ত একতরফাভাবেই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। সংগঠনগুলো টিএসসির বাইরে থাকা অবস্থায় বিভিন্নভাবে ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে যাওয়া আবৃত্তির প্রায় ১৮ থেকে ২০টি দল বিচ্ছিন্নভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। কণ্ঠশীলন, মুক্তধারা সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র, স্রোতের মতো দলগুলোকে ভাড়া করা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। বাকি বৈকুণ্ঠ, স্বরকল্পন, স্বরশীলন, স্বরবৃত্ত, আবৃত্তি অঙ্গন, আবৃত্তি একাডেমির মতো সংগঠনগুলোকে পার্কে বসে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়। এই সময়ে সংগঠনগুলোকে বন্ধ রাখতে হয় ওয়ার্কশপ, আবৃত্তিভিত্তিক প্রযোজনা কর্মকাণ্ড, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিসহ সবকিছু। বর্তমানে মাত্র দশ থেকে বারটি আবৃত্তি সংগঠন টিএসসি

এক সময় সিনিয়ররা টিএসসি মাতিয়েছেন এখন নবীনদের পালা

কর্তৃপক্ষের নীতিমালা মেনে নিজেদের কর্মকাণ্ড টিকিয়ে রাখছে। বলা যায়, সংগঠনগুলো নিজেদের স্বার্থেই নীতিমালা মানতে বাধ্য হচ্ছে। সংগঠনগুলোর করুণ অবস্থার পাশাপাশি সাধারণ আবৃত্তি কর্মীদেরও সংস্কৃতি চর্চা বন্ধ হয়ে গেছে টিএসসিতে। কারণ নীতিমালা অনুযায়ী আবৃত্তি সংগঠনগুলোকে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে টিএসসি পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন বলেন, টিএসসি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ। তাই বাইরের ছাত্র কিংবা ব্যক্তিদের টিএসসিতে আসা অনুচিত। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির মাধ্যমে নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।

পাশাপাশি আমাদের ছাত্রদের জায়গা দিতে পারছি না, বাইরের ছাত্রছাত্রীদের দেব কিভাবে? একই প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের নীতিমালা মেনে নেয়া সংগঠন স্বরশীলনের প্রধান মাসুদ সেজান বলেন, টিএসসিতে কাজ করছি কর্তৃপক্ষের নীতিমালা ও সিডিউল মেনে নিয়েই। দলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের রেখেছি। ওরা আগেও ছিল। কিন্তু এখন বাইরের ছেলেরা আসতে পারছে না। আগে ভাবিনি কতজন বাইরের আর কতজন বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখন ভাবতে হচ্ছে। আগে টিএসসি ছিল সারাদেশের তীর্থ ভূমি, সংস্কৃতি চর্চার সূতিকাগার। কিন্তু এখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যা আগে কখনও ঘটেনি। বৈকুণ্ঠের ডিউক বলেন,

আবৃত্তি সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে অভিজ্ঞত
দরকার। নতুন ছাত্ররা একটি পর্যায়ে এসে স
কিছু করে ফেলতে পারবে তা আমরা বিশ্
করি না। তাছাড়া বাইরের কাউকে না আস
দেয়া মানে টিএসসিতে সংস্কৃতি চর্চা
গলাটিপে ধরা। সন্ধ্যার পর সরেজমি
টিএসসিতে দেখা গেল দু'একটি দল বারান্দা
কাজ করছে। অন্যগুলো টিএসসির সামনে
চত্বরে হইচই কোলাহলের মধ্যে আবৃ
করছে। কেউ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে এ
প্রতিনিধির সঙ্গে দলীয় কথা সেরে নিচ্ছে
নাম ও সংগঠনের পরিচয় গোপন রাখার শ
কয়েকজন বলেন, দেশের রাজনৈতিক
পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টিএসসির পরিবে
পরিবর্তন হতে থাকে। তবে টিএসসি থেকে
আবৃত্তি সংগঠনগুলোকে সরিয়ে দেয়
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপন
ছাড়া কিছুই নয়। আমরা কোন রাজনৈতিক
দলের না। আমরা সংস্কৃতি চর্চা করি।
কর্তৃপক্ষের নীতিমালা শুধু টিএসসির ৩ থেকে ৪টি রুমের জন্য। বাকিগুলোতে নীতিমালা প্রযোজ্য থাকে না। টিএসসি কর্তৃপক্ষের নীতিমালা অনুসারে সংগঠনগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়। প্রতিটি দল টোকেন মানি দিয়ে ১ মাসের জন্য কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি পায়। তবে কোন দল তিন মাস রুম পেলে অপর তিন মাস আবেদন করতে পারবে না। এ ব্যাপারে টিএসসির পরিচালক বলেন, আমরা কোন সংগঠনকে টিএসসিতে আসতে মানা করিনি। তারা নীতিমালা মেনে সংস্কৃতি চর্চা করতে পারে। দলীয় নামে কোন অসুবিধা হবে না। তবে এখন আমরা রিহার্সেলের জায়গা দিতে পারব না। কারণ রুমগুলো আমরা তথ্যপ্রযুক্তির কাজে ব্যবহার করব। আমরা নান্দনিকতাকে কখনও বাদ দেব না।

□ আনন্দ নগর রিপোর্ট